রোমের ইমানদারদের কাছে লেখা হযরত পৌল রা. চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ১৪

[১]যাদের ইমান দুর্বল, তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করো, কিন্তু অভিমত বা মতবাদ নিয়ে ছগড়া করার জন্য নয়। [২]কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, সে সবকিছু খেতে পারে, আবার যে ইমানে দুর্বল, সে শুধু শাকসব্জি খায়।

[৩]যারা সব কিছু খায়, তারা যেনো ওই সব মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করে, যারা সবকিছু খায়; এবং যারা সব কিছু খায় না তারা যেনো ঐ সব মানুষকে দোষী না করে যারা সব কিছু খায়, কারণ আল্লাহ্ তাদের উভয়কেই সাদরে গ্রহণ করেছেন।

[৪]তুমি কে যে অন্যের গোলামের বিচার করো? সে স্থির থাকুক বা পড়ে যাক? তা তার মালিকের সামনেই হয়, এবং তারা দাঁড়াবে, কারণ রাব্বুল আ' লামিন তাদের স্থির রাখতে সক্ষম।

[৫]কেউ কেউ একটি দিনকে অন্য দিনের চেয়ে ভালো মনে করে, আবার কেউ কেউ সব দিনকে সমান বিবেচনা করে। প্রত্যেকের উচিৎ নিজের মনে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া।

[৬]যারা কোনো একটি দিন পালন করে তারা রাব্বুল আ' লামিনের সন্মানেই তা করে। এছাড়া যারা সবকিছু খায়, তারা আল্লাহর সন্মানেই তা খায়, কারণ তারা আল্লাহ্কে শুকরিয়া জানায়; পক্ষান্তরে যারা সবকিছু না খায়, তারাও তাদের আল্লাহর সন্মানেই খায় না এবং আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে।

[৭]আমরা নিজেদের জন্য বেঁচে থাকি না এবং নিজেদের জন্য মৃত্যুবরণও না। [৮]যদি আমরা বেঁচে থাকি, তাহলে আল্লাহ্র জন্যই বেঁচে থাকি, আর যদি মরি, তাহলে আল্লাহ্র জন্যই মরি; তাই আমরা বাঁচি বা মরি, আমরা আল্লাহ্রই। [৯]কারণ মসিহ এই উদ্দেশ্যেই ইন্তেকাল করলেন এবং জীবিত হলেন, যেনো তিনি জীবিত ও মৃত উভয়েরই মুনিব হতে পারেন।

[১০]কেনো তুমি তোমার ভাই বা বোনের বিচার করো? অথবা কেনো তুমি তোমার ভাই বা বোনকে তাচ্ছিল্য বা অবহেলা করো? আমরা সবাই তো আল্লাহর বিচারাসনের সামনে দাঁড়াবো।

[১১]কারণ কিতাবে লেখা আছে- "আল্লাহ বলেন, আমার জীবনের কসম, আমার সামনে প্রত্যেকেই হাঁটু পাথবে, এবং প্রত্যেকেই আমার প্রশংসা করবে।" [১২]সুতরাং আমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহর কাছে নিজ নিজ হিসাব দিতে হবে।

[১৩]এজন্য এসো, আমরা যেনো আর একে অন্যের বিচার না করি, বরং কখনোই কারো পথে প্রতিবন্ধকতা কিংবা ব্যাঘাত সৃষ্টি না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

[১৪]আমি জানি এবং হযরত ইসা আ. এর কাছ থেকে নিশ্চিতভাবে বুঝেছি যে, প্রকৃতিগতভাবে কোনোকিছুই নিজে থেকে নাপাক নয়; বরং যে তা নাপাক মনে করে, তার জন্য তা নাপাক। [১৫]তুমি যা খাচ্ছো তার জন্য যদি তোমার ভাই বা বোন মনে আঘাত বা কষ্ট পায়, তাহলে তো তুমি আর মহব্বতের পথে চলছো না। যার জন্য মসিহ জীবন দিয়েছেন, তোমার খাওয়া-দাওয়া জন্য তাকে ধ্বংস হতে দিও না।

[১৬]তোমার ভালো কাজ যেনো তোমার নিন্দার কারণ না হয়।

[১৭]কেননা আল্লাহর রাজ্য খাওয়া-দাওয়া বা পান করার বিষয় নয় বরং আল্লাহর রুহে ধার্মিকতা, শান্তি ও আনন্দ।

[১৮]সুতরাং যে ব্যক্তি মসিহের খেদমত করে, তাকে আল্লাহর কবুল যোগ্য এবং সে মানুষের স্বীকৃতি লাভ করে।

[১৯]তাহলে এসো, আমরা এমন কিছু করতে চেষ্টা করি, যা শান্তি স্থাপন করে ও একে অন্যকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

[২০]খাবার-দাবারের বস্তু নিয়ে আল্লাহর কাজকে নষ্ট করো না। বস্তুত সবকিছুই পাক-পরিস্কার, কিন্তু তুমি যা খাচ্ছো তার দ্বারা যদি অন্যেরা বাধা হয় তাহলে তা তোমার জন্য তা অন্যায়।

[২১]এটাই ভালো; মাংস না খাওয়া কিংবা আঙ্গুররস পান না করা অথবা এমন কিছু না করা, যা করলে তোমার ভাই বা বোনের জন্য বিপদ ডেকে আনে।

[২২]যে ইমান তোমার আছে, তা আল্লাহর সামনে তোমার একান্ত নিজের দৃঢ় বিশ্বাস হিসেবে ধারণ করো। ভাগ্যবান তারা, যাদের কাজের জন্য তাদের নিজেদেরকে দোষী করার কোনো কারণ নেই।

[২৩]কিন্তু যাদের সন্দেহ আছে, তারা যদি খায়, তাহলে তারা দোষী সাব্যস্ত হবে, কারণ তারা তাদের ইমান অনুসারে কাজ করে না; আর ইমান থেকে যা না আসে, তা-ই গুনাহ।